160

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...05 FEB 1994 ... ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭ ...

প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র বাড়ছে

শিক্ষা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। শিক্ষার বিস্তার ছাড়া জীবনের মানোন্নয়ন যেমন অকল্পনীয় তেমনি উন্নয়নের প্রথম দাবি দক্ষ জনশক্তির যোগান দেয়াও অসম্ভব। সঙ্গত কারণেই গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে যাচ্ছেন। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা ছাড়াও নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্যে বিশেষ বৃত্তি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাখাতের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে। তিন বছর ব্যাপী এ চেষ্টার ফল দেখা দিতে শুরু করেছে। রাজশাহী বিভাগের এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, আলোচ্য সময়ে বিভাগে স্কুলগামী ছাত্রের সংখ্যা এগারো শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা এ অগ্রগতিকে স্বাগত জানাই।

বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হয় যে, একানব্বই সনে বিভাগের ছয় থেকে দশ বছর বয়েসী শিশুদের বাহাত্তর শতাংশ স্কুলে ভর্তি হয়। তিরানব্বই সনে এ হার তিরাশি শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সঙ্গে মধ্যপথে বিদ্যালয় ত্যাগ বা ড্রপ আউটের হারও কমেছে। নীতিগতভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হওয়ার পর এই বয়েসের প্রতিটি শিশুরই বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া এবং পাঠ চালিয়ে যাওয়ার কথা। বাস্তব অবস্থা কিন্তু ভিন্ন। আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার ব্যাপারটিকে অনেকেই অসম্ভব গণ্য করে থাকেন। অগ্রগতির এ ধারা বজায় থাকলে লক্ষ্য পূরণ অসম্ভব হবে না বলেই আমরা মনে করি।

দরিদ্র শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য সরকার শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করেছেন। মেয়েদের জন্যে চালু হয়েছে বিশেষ বৃত্তি। একই সঙ্গে তদারকি ব্যবস্থার উপরও জোর দেয়া হয়েছে। রাজশাহীর এই সাফল্যের কারণ হিসেবে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে অভিভাবক ও মাতা সমাবেশ, স্কুল পরিচালনা কমিটির নিয়মিত বৈঠক এবং ছাত্র ও শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত ছাত্র ব্রিগেডের তৎপরতার উল্লেখ করা হয়। আমরা বরাবরই বলে আসছি, তদারকি ব্যবস্থা জোরদার হলে প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতিতে উন্নতি আসবে। রাজশাহী বিভাগের সাফল্য এ উক্তির সত্যতাই প্রমাণ করে। আমরা মনে করি, প্রতিটি বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতি যাচাই করে দেখে তদারকি ব্যবস্থার উপর জোর দেয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষ যথেষ্ট সচেতন। বাস্তব অবস্থার প্রতিকূলতার জন্যেই অনেকের পক্ষে সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না সরকার যখন যাবতীয় অন্তরায় দূর করার উদ্যোগ নিয়েছেন, অন্তত এক্ষেত্রে সম্ভাব্য সাহায্য দিতে কার্পণ্য করছেন না, তখন শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মকর্তারা তৎপর হলেই সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন থাকার কথা নয়। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার শিক্ষিত জাতির ভিত সম্প্রসারিত করে উচ্চতর শিক্ষার বিস্তারেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে উন্নয়ন কর্মকান্ডও গতিশীল হয়ে উঠবে। উৎসাহব্যঞ্জক-এ সাফল্যকে তাই পরিপূর্ণ সন্তোষের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। যাদের শ্রমে এ সাফল্যের ভিত রচিত হয়েছে, তাদের সকলকে ধন্যবাদ।